মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী খামারীদের গবাদি পশুর ক্ষুরারোগ (FMD) নিয়ন্ত্রনকল্পে টিকাদান কর্মসূচীর বাস্তবায়ন গাইডলাইন (Guideline for Implementation of FMD control Program)

তারিখ ঃ জুন ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

১।	ভুমিকা	ঃ ----------------------	৩---৪
২।	ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম	ঃ ----------------------	৪
৩।	ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রনের আইনগত দিক	ঃ ----------------------	৪
৪।	ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল	ঃ ----------------------	৪---৫
৫।	টিকা প্রদানের নিয়মাবলী	ঃ ----------------------	৫
৬।	এলডিডিপি প্রকল্পের দায়িত্ব	ঃ ----------------------	৫---৬
৭।	জেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তরের কার্যাবলী	ঃ ----------------------	৬
৮।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যাবলী	ঃ ----------------------	৬---৭
৯।	টিকা প্রয়োগ কার্যক্রম	ঃ ----------------------	৭
১০।	টিকা প্রয়োগ কার্যক্রম মনিটরি	ঃ ----------------------	৭
১১।	প্রকল্প মেয়াদে টিকা প্রদানের লক্ষমাত্রা	ঃ ----------------------	৭
১২।	সেরো মনিটরিং	ঃ ----------------------	৮
১৩।	প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করণ	ঃ ----------------------	৮
১৪।	চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ	ঃ ----------------------	৮

	• ভূমিকা ঃ	
১.	যে সকল পশুর পায়ের ক্ষুর দুই ভাগে বিভক্ত সে সকল পশুর জন্য ক্ষুরারোগ বা FMD (Foot and Mouth Disease) একটি ভাইরাস জনিত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। আমাদের দেশে সাধারনতঃ গরু, মহিষ, ছাগল,ভেড়া ও শুকরের মধ্যে এ রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে। FMD ভাইরাস *পিকোরনাভিরিডি* পরিবার এবং *এ্যাফথোভাইরাস* গোত্রের আবরণ বিহীন এক প্রকার ভাইরাস। বিশ্বব্যাপী এ ভাইরাসের সাত প্রকার সেরোটাইপ রয়েছে, যার নাম- O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2 and SAT-3। প্রতিটি সেরোটাইপের মধ্যে আবার একাধিক সাব সেরোটাইপও আছে। মোট সাততি সেরোটইপ থাকলেও বাংলাদেশে O, A, C & Asia-1 এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অর্থনৈতিক বিবেচনায় পৃথিবীতে ক্ষুরারোগ গবাদিপশুর রোগসমূহের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগে পশুর উৎপাদনশীলতা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বিশ্ব বানিজ্যের ক্ষেত্রে সবথেকে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। কারণ বানিজ্যের ক্ষেত্রে ওআইই কর্তৃক ক্ষুরারোগ মুক্ত সনদের প্রয়োজন পড়ে। এ সকল বিবেচনায় পৃথিবী হতে এ রোগ নির্মুলের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।	
২.	ক্ষুরারোগের কারনে প্রতি বছর প্রত্যক্ষভাবে চিকিৎসার জন্য নগদ অর্থ, দুধ ও মাংস উৎপাদনে ব্যপক ক্ষতি হচ্ছে। পরোক্ষভাবে গাভীর গর্ভপাত, বাছুর মৃত্যু, ক্রমাগতভাবে অনুর্বরতা, বন্ধাত্বতা ও কর্ম ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদিতে খামারীদের বিপুল পরিমান আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে।	
৩.	উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা হ্রাসের খাতগুলো নিম্নরুপে বর্ণনা করা যায় ঃ- ➢ দুধ উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া, ওলান ফোলা রোগ সৃষ্টি, বাট নষ্ট হয়ে যাওয়া। ➢ গর্ভনষ্ট, গর্ভপাত ও গর্ভধারনের হার কমে যাওয়া। ➢ অল্প বয়স্ক প্রানির মৃত্যুর কারণে সরাসরি ক্ষতি হয়ে থাকে। ➢ পায়ের ক্ষত থাকার কারণে গাড়ী/হাল টানা পশুর ক্ষেত্রে কার্য ক্ষমতা হ্রাস পায়। ➢ মুখের ঘায়ের কারণে খাদ্য কম খাওয়ার ফল হিসেবে দৈহিক ওজন ও বৃদ্ধি হ্রাস পায়। ➢ ক্ষুরারোগ সংক্রমিত ও ক্ষুরা রোগ মুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে প্রাণিজ উপজাতগুলির বানিজ্য ঘাটতি ঘঠে। ➢ ক্ষুরা রোগ একটি ট্রান্স-বাওন্ডারী (Transboundary) পশু রোগ হওয়ার কারনে পার্শবর্তী দেশ সমূহ হতে প্রতিনিয়ত সংক্রমিত হওয়ায় দেশে Endemic হিসেবে বিরাজমান থেকে যায়। ➢ দেশ থেকে ক্ষুরা রোগ নির্মুলের অথবা নিয়ন্ত্রন রাখার সার্থে প্রচার ও একইসাথে ব্যপক টিকা দান কর্মসূচী হাতে নেওয়া প্রয়োজন। ➢ আমাদের দেশে সাধারণত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া শুকর, ইত্যাদি প্রাণীতে ক্ষুরা রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে। ➢ বিশ্বব্যাপী যে সব দেশে এ রোগ নিয়ন্ত্রনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সে সব দেশে একমাত্র বারবার টিকা প্রদান করেই সম্ভব হয়েছে।	

৪.	ক্ষুরা রোগ নির্মূলের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ ✍ পশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খামারীর তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। ✍ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বানিজ্য বৃদ্ধি করা। ✍ দেশ ক্ষুরা রোগ নির্মুল এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা । ✍ দেশে ক্ষুরা রোগ নির্মুলের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন LDDP প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করত: রোগ নিয়ন্ত্রন কৌশল হাতে নেয়া হয়েছে।
২.০ ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম ঃ	
২.১	ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রনকল্পে দেশব্যাপী ৩ (তিন) বছর যাবৎ পরিকল্পনা মোতাবেক পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও ভোলা জেলা** ব্যাতিরেকে (৫৭ জেলা) প্রকল্প এলাকায় ব্যপক টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যহত রাখা হবে।
২.২	পর্যাপ্ত টিকাবীজ ও সরবরাহ, কুল চেইন ব্যববস্থাপনা, হেল্থ কার্ড তৈরী ও সরবরাহ, টিকা প্রদান ও সিরো মনিটরিং (Sero-monitoring) কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন CDIL/FDIL টিকা প্রদান পূর্ব ও পরবর্তী Sero-monitoring কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ কার্যক্রম প্রতিবছর অব্যাহত থাকবে, একই ভাবে প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে।
২.৩	ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং LDDP এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে সম্পাদিত হবে।
২.৪	রোগ নিয়ন্ত্রনের বিধি বিধান অনুয়ায়ী বছরে দু'বার সু-শৃংখল ভাবে ব্যপক টিকা প্রদান কর্মসুচী অব্যহত রাখা হবে।
২.৫	কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ব প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রাখা হবে।
২.৬	কার্যক্রমটি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় দপ্তর সমূহ প্রকল্প দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন করে সম্পাদন করবেন।
৩.০ ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রনের আইনগত দিক ঃ	
৩.১	সংক্রামক রোগ নির্মূল ও নিয়ন্ত্রনের জন্য পৃথক পৃথক আইন ও নীতিমালা রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও যে সব নীতিমালা আছে তা অনুসরণ করে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে পশুরোগ আইন-২০০৫ ও পশুরোগ বিধি ২০০৮ অনুসরণ করতে হবে।
৩.৪	ব্যপক কার্যক্রম পরিচালনা চলাকালীন সময়ে রোগের প্রদুর্ভাব দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে প্বার্শবর্তী প্রাণিসম্পদ দপ্তরকে অবহিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রিং (Ring) টীকা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। এর মাধ্যমে আক্রান্ত পশুকে নিয়ন্ত্রনে রাখা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান এবং জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।
৪.০ ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ঃ	
৪.১	সংবেদনশীল পশুর মধ্যে দলগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য বছরে দু'বার ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

**এ সকল জেলার উপজেলাপসমূহ অধিদপ্তরের পিপিআর-এফএমডি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত হওয়ায় LDDP এর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম হতে বাদ দেয়া হয়েছে।

৪.২	টিকা প্রদানের মাত্রা ও প্রাণীর বিবরণ:		
ক্রমিক	প্রাণীর বিবরণ	টিকা প্রদানের অনুসূচী	মন্তব্য
১.	বাছুর প্রাণী	৪ মাস বয়সে প্রথম টিকা প্রদান, পরবর্তীতে ৬ মাস অন্তর।	গরু, মহিষ : ৬ মি:লি:
২.	প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাণী	ছয় মাস অন্তর	ছাগল, ভেড়া : ৩ মি:লি: গরু, মহিষ : ৬ মি:লি:

৫.০ টিকা প্রদানের নিয়মাবলী ঃ	
৫.১	টিকাবীজ সব সময় ২-৮ ডিগ্রি সে: তাপমাত্রার মধ্যে সংরক্ষন ও পরিবহন করতে হবে।
৫.২	টিকাবীজ কোন অবস্থাতেই ফ্রোজেন করা যাবে না এবং ৮ ডিগ্রি সে: তাপমাত্রার বেশীতে সংরক্ষন করা যাবে না।
৫.৩	প্রয়োগ মাত্রা টিকাবীজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশাবলী অনুযায়ী হবে।
৫.৪	টিকা প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হতে যেন কোন বড় শিরার উপর প্রয়োগ না হয়।
৫.৫	টিকার গুনাগুন পরীক্ষার জন্য সিরো- মনিটরিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৫.৬	টিকার গুনাগুন সব সময় ল্যবরেটরিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬.০ LDDP প্রকল্পের দায়িত্ব ঃ	
৬.১	স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে গবাদিপশুর সঠিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত হওয়া।
৬.২	প্রতি রাউন্ডে কি পরিমান টিকার প্রয়োজন তা নির্নয় করা।
৬.৩	টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৬.৪	কার্যকর ভাবে টিকা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কুল চেইন অপরিহার্য। সে কারণে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কুইল চেইন মেইনটেইন করার ব্যবস্থা রাখা।
৬.৫	কুল চেইন মেইনটেইন করার জন্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে পরিবহন, জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত কুল বাক্সের সাথে তাপমাত্রা কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬.৬	টিকা প্রদানের ব্যবহারিক সামগ্রী নিশ্চিত করার পরপরই টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা যাবে।
৬.৭	উপজেলা ও জেলা হতে প্রাণীর সংখ্যা, প্রয়োজনীয় টিকা বীজের সংখ্যা ও আন্যান্য লজিষ্টিক এর সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং টিকা প্রদান কার্যক্রমের ছক নির্ধারণ করতে হবে।
৬.৮	কোন উপজেলাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিকা প্রদান কর্মীর অভাব থাকলে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর পার্শ্ববর্তী উপজেলা হতে সাময়িক ভাবে টিকা কর্মী স্থানান্তরের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন।
৬.৯	প্রকল্প দপ্তর উপজেলা, জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রশিক্ষন, প্রশিক্ষন সামগ্রী তৈরী, বিতরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করবেন।
৬.১০	টিকা প্রদান কার্যক্রম প্রতি রাউন্ডের মেয়াদ ১৫-২১ দিনের মধ্যে সম্পাদন এবং বাদ পড়া পশুর টিকা প্রদান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া।
৬.১২	টিকা প্রদানের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষরণের জন্য হেল্থ কার্ড বিতরণ ও লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৬.১৩	ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা হতে টিকা প্রদানের তথ্য প্রেরনের ফর্ম তৈরী ও বিতরণ করা হবে।

৬.১৪	ক্যাম্পেইন এর মাধমে মাঠ পর্যায়ে প্রচার, সচেতনতা বৃদ্ধি করণ, জনগনকে উদ্বুদ্ধকরন, ইত্যাদিতে সহায়তা প্রদান করতে হবে।
৬.১৫	টিকা প্রদান কর্মসূচী সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষন করতে হবে।
৬.১৬	টিকা প্রদান উত্তর সেরো-সার্ভিলেন্স ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা নিবেন।
৬.১৭	টিকা প্রদান উত্তর মূল্যায়ন ও ফলাফল /প্রভাব বিবেচনায় আনবেন।
৭.০ জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কার্যাবলী ঃ	
৭.১	জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার তার আওতাধীন সকল উপজেলায় টিকা প্রদান কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।
৭.২	কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত টিকা উপজেলায় চাহিদা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সরবরাহের ব্যবস্থা নিবেন এবং বাফার ষ্টক মেইনটেইন করবেন । কুল চেইন অনুসরণ এবং কুল চেইন কার্ডে সাক্ষর করবেন।
৭.৩	জেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বৃন্দের সমন্বয়ে সামগ্রীক ক্ষুরারোগ প্রতিষেধক প্রয়োগের সার্ভিলেন্স-এর সমন্বয় করবেন। যদি ক্ষুরা রোগের কোন প্রাদুর্ভাব দেখা যায় সেক্ষেত্রে স্যাম্পল সংগ্রহ করত: ল্যবরেটরী পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবেন।
৭.৪	জনসচেনতা বৃদ্ধি, টিকা প্রদানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সহ বিস্তারিত বিষয় নিয়ে জনপ্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসন এবং জেলার অন্যান্য কর্মকর্তাদের অবহিত করণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যবস্থা নিবেন।
৮.০ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যাবলী ঃ	
৮.১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তার অধীনস্থ উপজেলার গবাদিপশুর টিকাপ্রদান কার্যক্রমের সার্বিক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা।
৮.১	উপজেলায় এলডিডিপি-এর সুফলভোগীর গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করত: টিকা বীজের পরিমান নির্ধারণ করবেন এবং সংগ্রহ করবেন।
৮.২	প্রকল্প দপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিজ উপজেলার টিকা প্রদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রনয়ন করবেন।
৮.৩	ইউনিয়ন ভিত্তিক এলডিডিপি-এর শুধু মাত্র সুফলভোগীর এবং সংলগ্ন খামারীর গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টিকা প্রদান করার ব্যবস্থা নিবেন।
৮.৪	টিকা প্রদানের সময় কোবো টুল্স বক্স এর মাধ্যমে নির্ধারিত ছকে টিকা প্রদানের বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন।
৮.৪	গ্রামের সংখ্যা, পশুর সংখ্যা এবং জনবলের সংখ্যার ভিত্তিতে সমগ্র উপজেলার টিকাপ্রদানের সময় ও তারিখ নির্ধারণ করবেন। যদি কোন কারণে প্রথম দিনে বাদ পড়া গবাদিপশুর পুনরায় দিন নির্ধারন করত: টিকাপ্রদান সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেবেন।
৮.৫	সুফলভোগীর সংখ্যা অথবা গবাদিপশুর সংখ্যা বেশী বা জনবল কম থাকলে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে অবহিত করে পার্শ্ববর্তী উপজেলা হতে জনবল সাময়িক স্থানান্তর করার পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।
৮.৮	গবাদিপশুর সংখ্যা বিবেচনায় ইউনিয়ন ভিত্তিক টিকা প্রদান টীম গঠন করবেন।

৮.৯	টিকা প্রদানের জন্য নির্ধারিত দিনের পূর্বেই প্রশিক্ষন সমাপ্ত করতে হবে এবং টিকা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী- টিকাবীজ, বরফসহ কুল বক্স, সিরিঞ্জ-সূঁই (নিডিল), হ্যান্ড গ্লোভ্স, এ্যপ্রোন, মাক্স, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, জরুরী চিকিৎসার ঔষধ, ব্যবহৃত টিকাবীজের বোতল, সিরিঞ্জ নিডিল রাখার জন্য বায়োলজিক্যাল ওয়েষ্ট ডিসপোজেবল ব্যাগ, ইত্যাদি হস্তান্তর করবেন।
৮.১০	উপজেলায় টীকা প্রদানের জন্য দিন নির্ধারনের পর টিকা প্রদানের পূর্বে ও পরে সেরো-মনিটরিং জন্য নমুনা সংগ্রহের জন্য সিডিআইএল/এফডিআইএল'র এর সহিত যোগাযোগ নিশ্চিত করা
৯.০ টিকা প্রদান কার্যক্রমের জন্য দল (টীম) গঠন ঃ	
৯.১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তার অধিনস্থ কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং প্রকল্পের আওতায় কর্মরত এলইণ্ডি, এলএফএ এবং এলএসপি এর সমন্বয়ে টিকা প্রদান কার্যক্রমের জন্য টীম গঠন করবেন। সুফলভোগীদের মধ্যে মহিলা খামারী থাকলে তাকে দলে সম্পৃক্ত রাখার ব্যবস্থা রাখবেন। টিকা প্রদান কার্যক্রমের সামগ্রিক কার্যাদি দলের সদস্যদের অবহিত করবেন। টিকাসহ অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করবেন। কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন।
১০.০ টিকা প্রয়োগ কার্যক্রম ঃ	
১০.১	টীম টিকা প্রয়োগের পূর্ব দিন এলাকা ভ্রমন করবেন এবং সুফলভোগীদের সাথে সাক্ষাৎ করে টিকা প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করে আসবেন।
১০.২	টিকা প্রয়োগের সময় টিকাবীজ ছায়ায় (সূর্যের আলো ব্যতীত) এবং কুলবক্সে রেখে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটা পশুর টিকা প্রয়োগের তারিখ সহ হেল্থ কার্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে। টিকা প্রয়োগের বিস্তারিত তথ্য কোবো টুল বক্সে সংরক্ষন ও রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে যা দপ্তরে সংরক্ষন ও প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য প্রয়োজন হবে।
১০.৩	টিকার মান সঠিক রাখার স্বার্থে টিকাবীজের বোতল খোলার পর ঐ দিনে ব্যবহার করতে হবে।
১০.৪	টিকা প্রয়োগের সময় তৈরী বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যাগে সংরক্ষন করত: বিধান মোতাবেক ডিসপোজ (মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে) করতে হবে।
১০.৫	টিকা প্রয়োগ হতে বাদপড়া অথবা নতুন আগত পশুর টিকা প্রয়োগের পরবর্তী তারিখ ঐদিনই জানিয়ে দেওয়া উত্তম
১০.৬	দিনের কর্মসূচী শেষ হওয়ার পর টীম প্রধান টিকা প্রদান কার্যক্রমের নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন।
১১.০ প্রকল্প মেয়াদে টিকা প্রদানের লক্ষমাত্রা ঃ	
১১.১	এলডিডিপি প্রকল্পের সুফলভোগী খামারী, ইনভেস্টমেন্ট সাপোর্ট গ্রহনকারী ও ডেমো- ফার্ম মালিকের গবাদিপশু ও ছাগল-ভেড়াকে ক্ষুরা রোগের টিকা প্রদান করা হবে।
১১.২	সুফলভোগী খামারীর সংলগ্ন খামারীর গবাদিপশুকে ক্ষুরা রোগের টিকা প্রয়োগের আওতায় আনা হবে।
১১.৩	প্রতি সেসনে কমবেশী ১৩, ৩৩,০০০ মাত্রা টিকা প্রয়োগ করা হবে। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে (ডিসেম্বর/২০২৩) ৬ সেসন টিকা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে, সেক্ষেত্রে মোট প্রায় ৮০, ০০,০০০ মাত্রা টিকা প্রয়োগ করা যাবে।

১২.০ টিকা প্রয়োগ কার্যক্রম মনিটরিং ঃ	
১২.১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারি সার্জন/এলইও সরেজমিনে টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
১৩.০ সেরো মনিটরিং ঃ	
১৩.১	টিকা প্রয়োগের পর প্রাণি দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরীর পরিমাপ করার জন্য সেরো- মনিটরিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেরো- মনিটরিং এর জন্য পরীক্ষাগার (সিডিআইএল/এফডিআইএল) হতে কর্মকর্তা টিকা প্রদানের পূর্বে এবং পরে স্যাম্পল সংগ্রহ করবেন এবং পরীক্ষান্তে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা এবং প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করবেন।
১৪.০ প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করণ ঃ	
১৪.১	প্রকৃত সুফলভোগী ব্যাক্তিবর্গকে অবহিত করার জন্য ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে ব্যপক প্রচারণার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য, টিকা প্রদানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, প্রানিজ উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক, সর্বোপরি অর্থনৈতিক এবং জাতীয় উন্নয়নে ভুমিকা ইত্যাদি জনসাধারনকে অবহিত করতে হবে।
১৪.২	প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যম মিডিয়া- টিভি, রেডিও, পত্রিকা, পোষ্টার, লিফলেট, ব্যনার, ফেষ্টুন ইত্যাদি এ বিষয়ে বিশেষ ভুমিকা রাখতে পারে।
১৪.৩	ক্ষুরারোগ দেখা দিলে প্রাণীর চলাচলে বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
১৪.৪	প্রয়োজনে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভ্রমনের মাধ্যমে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করণ।
১৫.০ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ ঃ	
১৫.১	তথ্যাদি কোবো টুল বক্সের (Kobo Tool Box) মাধ্যমে সংগ্রহের সাথে সাথে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তার নিজ উপজেলায় টিকাদান কর্মসূচীর উপর নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন জেলা প্রানি সম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করবেন। জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা জেলার সমন্বিত প্রতিবেদন উর্দ্ধগামী করবেন। প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমূহের উপর প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষন পূর্বক প্রকল্প দপ্তর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।